প্রাসঙ্গিক

শুভেন্দুবিকাশ অধিকারী

তুমি খুঁজছে যা কিছু সব প্রাসঙ্গিক
শীতের সকালে কুসুম গরম জল,
গরমের দিনে আরো লোকাল ট্রেন
আরো কাছে কোনো দীপ্ত শপিং মল।

তপ্ত হাওয়ায় কাঁপছে সকল প্রসঙ্গ,
কংক্রীটে গড়া নড়বড়ে সব ঘর
ছোটো পর্দায় শরীর খুলছে মেয়ে
আদিম অঙ্গে দরকার আরো জ্বর।

তুমি খুঁজছ যা কিছু সব প্রাসঙ্গিক—
বিজলী চুল্লি, হাতের কাছেই মদ,
ঘুমের ওষুধ, টিপ্‌টপ্‌ সংসার—
মাদক - জারিত আরো আরো সম্পদ।

তপ্ত হাওয়ায় কাঁপছে সকল প্রসঙ্গ,
হঠাৎ যেন খারাপ কলিং বেল্‌
তোমার পাশেই তোমার স্ত্রীর লাশ,
নেট্‌ -এ ভাসছে পরপুরুষের মেল্‌।

তুমি খুঁজছ যা কিছু সব প্রাসঙ্গিক
কাকভোরে উঠে রামদেব ঠিকঠাক্‌
ঝরিয়ে নিয়েছ বাড়াবাড়ি যত মেদ—
সহযাত্রীর পাশে তুমি নির্বাক।

তপ্ত হাওয়ায় কাঁপছে সকল প্রসঙ্গ
কফিনে বন্দি গত জন্মের গান,
ঘোর উৎসবে হু হু প্রান্তরে কাঁপে
জীবনের যত সাবলীল অনুদান

হাতটা নামাও

তারাপ্রসাদ সাঁতরা

শরীর থেকে হাতটা নামাও
পায়ের থেকে নামাও পা
এইভাবে কেউ পথ হাঁটে না
শুনছে রাজা সাহেন-শা।

হাতটা রাখো হাতের উপর
পা রাখো সব পথে
একটা সময় পৌঁছাবে ঠিক
চাইছো যেখান যেতে।

পথ চলছে দেখছো নদী
গাছের পাশে একটি গাছ
আকাশ ভরা তারার পাশে
চাঁদের কেমন খোশ মেজাজ।

তেমনি ভাবে চলতে পারো
সবার পাশে থাকতে পারে
এসব আমরা চাইবো জেনো
যতোই তুমি খতম করো।

একটা বিষয় কষ্ট খুবই
রক্ষকই আজ ভক্ষক তাই
মন ভালো নেই বুঝলে মশাই
পেয়াদা রোজই শাসিয়ে যায়।

লাফিয়ে পেরোও মৃত্যুটিকে

পিনাকী ঠাকুর

ওরা তোমায় দাঁড় করালো অন্ধকূপের ধারে
ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে

মেলার মাঠে সঙ - দেখা লোক টিকিট কেটে দেখছে এখন
কেমন ক'রে বাঁচতে পারো, কালো কাপড়ে দু'চোখ বাঁধা

আইবুড়ো বোন, রুগ্ন মা - টা এবং তোমার বেড়ালবাচ্চা
কেউ দ্যাখে না কী কাজ ক'রে হাতে নগদ পয়সা পাচ্ছে।

কালো কাপড়ে দু'চোখ বাঁধা, সবাই দেখছে রুদ্ধ শ্বাসের
আর এক সেকেণ্ড, এবার তুমি মনে মনেই 'জয় মা কালী'

কেমন ক'রে হঠাৎ একটা ঠকাং শব্দে লাফিয়ে পেরোও
আজ সন্ধ্যার মৃত্যুটিকে, আবার।